Volume : I

2021-22

Special Issue : Global Pandemic

SPECTRUM

PEER REVIEWED MULTIDISCIPLINARY BILINGUAL JOURNAL

PRASANTA CHANDRA MAHALANOBIS MAHAVIDYALAYA
111/3 B.T. Road, Kolkata - 700 108

CONTENTS

				Page No.
1.	করোনার করুণ অবস্থা লোকজীবন ও জীবিকার	ডঃ দেবলীনা দেবনাথ	:	1 - 6
2.	Creation and shaping of public attitude and awareness towards GM food crops in West Bengal.	Dr. Sreyasi Chatterjee	:	7 - 26
3.	Buyers' perception in the direction of electronic payment system	Dr. Parashar Banerjee	:	27 - 37
4.	What do you want to 'meme'? A study on 'lockdown meme' on social media	Dr. Sukanta Das	:	38 - 43
5.	কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষাপটে পরিবেশের সংকট ও পরিবেশ আন্দোলন ঃ চিপকো আন্দোলনের প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা	ডঃ মানস কুমার ঘোষ	:	44 - 52
6.	A pilot study on the assessment of lifestyle, attitudes and stress among college teachers of Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya during college closure due to covid-19	Tanima Paul Das and Juthi Saha	:	53 - 60
7.	বাংলা সাহিত্যে অতিমারীর রূপরেখা	ডঃ কেয়া চট্টোপাধ্যায়	:	61 - 68
8.	Impact of the lockdown period on the air quality in Kolkata metropolis during covid-19	Dr. Alpana Ray	:	69 - 77
9.	Export and import of commodities during the era of pandemic with reference to Indian economy – an empirical study	Priyajit Ray	:	78 - 88
10.	করোনার দিনগুলিতে প্রেম	ডঃ সোমদত্তা ঘোষ (কর)	:	89 - 92
11.	Smart village and second employment generating sector in West Bengal	Sharmistha Ray (Das)	:	93 - 105
12.	Human opinion regarding the environmental effects due to covid-19 lockdown	Dr. Gargi Bhattacharjee and Dr. Biswajit Singha	:	106 - 111
13.	উইলিয়াম জেমস এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ ঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা	মিজানুর রহমান	:	112 - 119

SPECIAL ISSUE : GLOBAL PANDEMIC
VOLUME : I
AUGUST 2021

SPECTRUM
PEER REVIEWED
MULTIDISCIPLINARY
BILINGUAL JOURNAL

উইলিয়াম জেমস এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ ঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়, বনহুগলি, কলকাতা

সারসংক্ষেপ ঃ

সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োগবাদের মত জানতত্ত্বের ইতিহাসে বহু চর্চিত এবং সমালোচিত। উইলিয়াম জেমস যখন প্রয়োগবাদের সূচনা করেছিলেন তখন তিনি প্রয়োগবাদকে শুধু একটা পদ্ধতি হিসাবে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে তিনি সত্যতা সম্পর্কে মত হিসাবে প্রসারিত করেছিলেন। উইলিয়াম জেমস তাঁর জীবতদশায় সত্যতা সম্পর্কে নানান রকমের সমালোচনা ও আপত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বিরোধীরা তাঁর মত কে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পারার জন্য এই আপত্তি তুলেছেন। এই কারনে উইলিয়াম জেমস ১৯০৮ সালে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যার নাম ছিল '*দ্য প্রাগমাটিস্ট আকাউন্ট অফ ট্রুথ এন্ড ইটস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডডারস*' (*The Pragmatist Account of Truth and its Misunderstanders*)। এই প্রবন্ধে জেমস প্রয়োগবাদ সম্পর্কে সাতটি ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে ওঠা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিকে উত্থাপন করে সে গুলোকে খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন। আমি আমার এই প্রবন্ধে সেই আপত্তি গুলোর মধ্যে চতুর্থ আপত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। যে আপত্তিতে বলা হয়েছে যে "প্রয়োগবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে বস্তুবাদী হতে পারে না"।[1] আমি সেখানে চেষ্টা করবো যে জেমস এই আপত্তির কি ভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি আদৌ আপত্তিটিকে খন্ডন করতে পেরেছেন কিনা। আমি এই প্রবন্ধে নতুন কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিনি কিন্তু আপত্তিটাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং জেমস সত্যি এর উত্তর দিতে পেরেছেন কিনা সেটা গভীরভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ ঃ সত্যতা, বস্তুগত সত্যতা, সত্তা বা বাস্তবতা, অনুরূপতা, সন্তোষজনক হওয়া, প্রয়োগবাদ, জ্ঞানতত্ত্ব, সত্যকে জানার পর উৎপন্ন সন্তোষ (ট্রুথ স্যাটিসফ্যাকশান), ব্যক্তি সাপেক্ষতাবাদ, বস্তুবাদ, সঙ্গতিপূর্ণ, উযলি।

(১)

প্রয়োগবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে বস্তুবাদী (epistemological realist) না হয়ে ব্যক্তি সাপেক্ষতাবাদ কে প্রতিষ্ঠা করে। প্রয়োগবাদ কোন বস্তুগত সত্যতা প্রদান করতে পারেনা। সমালোচকদের এই দাবির পক্ষে যুক্তি হলো বিশ্বাস এর সত্যতা নির্ভর করে প্রয়োগবাদের মতে ব্যক্তির সন্তুষ্টীর উপর। কিন্তু কোন বিশ্বাসের দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমার উপর। হতেই পারে একজন ব্যক্তির কাছে একটি বিশ্বাস যেসব শর্ত পূরণের মধ্যে দিয়ে সন্তুষ্ট প্রদান করল সেই সব শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অন্য ব্যক্তির কাছে সে বিষয়টি সন্তোষজনক নাও হতে পারে কেননা সন্তোষ হওয়াটা নির্ভর করে ব্যক্তির উপর। কাজেই যদি বলা হয় যে বিশ্বাস বা ধারণার এর সত্যতা নির্ভর করে সন্তুষ্টি প্রদানের ওপর তাহলে সেই সত্যতা ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়বে। ফলে সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োগবাদীদের মতকে ব্যক্তিনির্ভর বা ব্যক্তি সাপেক্ষতাবাদ বলতে হয়। কাজেই বলতে হয় প্রয়োগবাদ ব্যাক্তিনির্ভর সত্যতার কথা বলে, বিষয়গত বা বস্তুগত

[1] উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৫, (আমার করা অনুবাদ)

সত্যতার কথা বলে না। জেমস এই আপত্তির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে ''সন্তুষ্টি শুধু প্রয়োগবাদের পথপ্রদর্শক সেটা নয় এই সন্তুষ্টি যারা সমালোচক তাঁদেরও পথপ্রদর্শক। তাছাড়া ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি কেন বস্তুগত সত্যতা দিতে পারে না সেটাকে যারা সমালোচক তাঁদের বিস্তারিত করে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে''।[৫] এছাড়া সমালোচকদের যে সত্যতা সেটা কিভাবে বিষয়গত সত্যতা হচ্ছে সেটাকে ও তাদের ভালো করে ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রথাগত জ্ঞানতত্ত্বে বিশেষ করে অনুরূপতাবাদে বলা হয় যে ধারণার সঙ্গে সত্তার অনুরূপতাই হল সত্যতা। সত্যতার এই লক্ষণ জেমস ও স্বীকার করেন।

তিনি বলেন '' যেকোন ডিকশনারী অনুসারে আমাদের ধারণার ধর্ম হল সত্যতা। অনুরূপতা হলে সত্য না হলে মিথ্যা''।[৬] কিন্তু তিনি বলেন যে 'অনুরূপতা' বলতে কী বোঝায় সেই বিষয়ে তাঁর মত প্রথাগত মত থেকে ভিন্ন। তিনি মনে করেন যে প্রথাগত বুদ্ধিবাদীরা এই শব্দগুলোকে বিমূর্তভাবে এবং অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করে। কিন্তু প্রয়োগবাদীরা এই শব্দগুলোকে মূর্ত ভাবে প্রয়োগ করেন। কাজেই অনুরূপতাবাদীদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের মূল পার্থক্য মূর্ততা আর অমূর্ততা কে কেন্দ্র করে।

(২)

জেমস অনুরুপতার কি অর্থ করতে পারেন বা করেছেন সেটা বলার আগে আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে সাধারণত কি কি অর্থে অনুরূপতার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করবো। জেমস সেই অর্থ গুলির কোন একটা অর্থ স্বীকার করেছেন নাকি নিজে একটা নতুন অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটাও আলোচনা করবো।

উযলি তাঁর '*Theory of Knowledge An Introduction*' নামক গ্রন্থে 'অনুরূপতা সম্পর্ক' বলতে কী বোঝায়, অনুরূপ যে সম্পর্ক সেটার প্রকৃতি কেমন সেটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অনুরূপতার পাঁচটি অর্থ হতে পারে''[৭] যথা

প্রথমত - অনুরূপতা হলো মূলের সাথে প্রতিকৃতির সম্পর্ক বা মূল এর সঙ্গে নকলের সম্পর্ক। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বচন যদি বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ হয় তাহলে সেই বচন সত্য আর যদি প্রকৃত প্রতিকৃতি না হয় তাহলে মিথ্যা। কাজেই অনুরূপতা হলো মুলের সাথে প্রতিকৃতির সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত - অনুরূপতা হল বচনের সাথে বিষয়ের এক এক সম্পর্ক। বচনের উপাদান গুলির সাথে বাস্তব যে উপাদান গুলির সাথে বাস্তব যে উপাদান তার এক এক সম্পর্ক। যেমন ক্লাসে হাজির খাতায় উপস্থিত থাকলে রাইট চিহ্ন, না থাকলে ক্রস চিহ্ন। এখানে ছাত্রের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সঙ্গে হাজিরা খাতার চিহ্ন গুলির এক এক সম্পর্ক।

[৫] উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৭, (আমার করা অনুবাদ)
[৬] উইলিয়াম জেমস, ১৯২১, পৃষ্ঠা - ১৯৮, (আমার করা অনুবাদ)
[৭] এ ডি উযলি, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা -১৩৭, (আমার করা অনুবাদ)

তৃতীয়ত - অনুরূপতা হল বচন ও বিষয়ের মধ্যে পরিকাঠামোগত ঐক্য। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আনুরূপ্য হল বচন ও ব্যাপারে মধ্যে পরিকাঠামোগত ঐক্য। পরিকাঠামোগত ঐক্য বলতে বোঝানো হয় যে বচনের আকারগত গঠন বা বিন্যাস বিষয়ের আকারগত গঠন বা বিন্যাসের মত একই। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর স্টেশন এর কাছে। এই বচনের সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপার গুলির কাঠামোগত ঐক্য রয়েছে যেহেতু তাদের আকারগত বিন্যাস একই রয়েছে ঃ ঢাকুরিয়া ব্রিজ ঢাকুরিয়া স্টেশন এর কাছে, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পার্ক - সার্কাসের এর কাছে। এক্ষেত্রে বচন ও বিষয়ের মধ্যে পরিকাঠামোগত ঐক্য আছে বলে অনুরূপতা আছে।

চতুর্থত - দুই নাম্বার ও তিন নাম্বার এর সমন্বিত হলো অনুরূপতা। এই মতানুসারে অনুরূপতা হলো বচন ও বিষয়ের এক এক সম্বন্ধ এবং তাদের কাঠামোগত ঐক্য উভয়ই যেমন-৯ নম্বর সৈনিকের একজনের পরে দাঁড়িয়ে আছে ১০ নম্বর সৈনিক। এই বচনটির সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারটির এক এক সম্বন্ধ বিশিষ্ট পরিকাঠামোগত ঐক্য রয়েছে ঃ ৫ নম্বর সৈনিকের একজনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ৫ নম্বর সৈনিক। এখানে বচন ও বিষয়ের এক এক সম্বন্ধ এবং তাদের কাঠামোগত ঐক্য উভয়ই আছে।

পঞ্চমত - অনুরূপতা হলো অনন্য এবং অবিশ্লেষণযোগ্য সম্বন্ধ। এই মতে অনুরূপতা হলো মৌলিক সম্বন্ধ। তাই এটি অনন্য প্রকৃতির সম্বন্ধ একে বিশ্লেষণ করা যায় না।

যদিও উযলি 'অনুরূপতা সম্পর্ক' এর অর্থ গুলোর মধ্যে দোষ দেখিয়েছেন। সেটা বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমি দেখার চেষ্টা করবো উইলিয়াম জেমস এই অর্থ গুলির মধ্যে কোন একটি অর্থ গ্রহন করছেন নাকি নতুন কোন অর্থ করছেন। এবং সেই অথটা নির্দোষ অর্থ হচ্ছে কিনা? যে অথই গ্রহণ করুন না কেন সেটা ব্যক্তি সাপেক্ষতাবাদ কে বর্জন করে বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে কিনা?

(৩)

জেমস বলেন "*প্রয়োগবাদী জ্ঞানতত্ত্বে সত্তা এবং মনের ধারণাগুলোকে স্বীকার করা হয় এবং এটাও স্বীকার করা হয় যে ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে সত্তার মিলে যাওয়া, অনুরূপ হওয়াটাই সত্য*"।[৫] তাহলে আমরা এই কথা থেকে এটা ধরতে পারি যে তিনি অনুরূপতা সম্পর্কের মধ্যে প্রথম সম্পর্ক টা স্বীকার করলেন। কিন্তু উইলিয়াম জেমস এটাও মানেন যে, ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা ধারণা বস্তুস্থিতির কপি সেটা দেখানো যায় না সে ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হওয়াটা অনুরূপতাকে ব্যাখ্যা করে দেয়।

জেমস বলেন যে অনুরূপতা সম্পর্ক বলতে কী বোঝায় বুদ্ধিবাদীরা তার কোন গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু জেমস দাবী করেন যে প্রয়োগবাদীরা 'অনুরূপতা' কে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। প্রয়োগবাদীরা বলেন যে ধারণাগুলি সত্তার দিকে নিয়ে যায়, সেই নিয়ে যাওয়াটাই যেন ফলস্বরূপ সন্তুষ্টি উৎপন্ন করে সেই সন্তুষ্টিযুক্ত ধারণাকে সত্য বলে।

[৫] উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৬, (আমার করা অনুবাদ)

এই সন্তুষ্টি কোন বিমূর্ত সত্তার সন্তুষ্টি নয় বরং মূর্ত অস্তিত্বশীল ব্যক্তির সন্তুষ্টি। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠবে জেমস যখন বলছেন বিশ্বাস বা ধারণার সঙ্গে সত্তার অনুরূপ হওয়া হলো সত্যতা। এবং 'অনুরূপতা' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যখন বলছেন বিশ্বাস বা ধারণা সত্তার সঙ্গে অনুরূপ হলে ফলস্বরূপ সন্তুষ্টি উৎপন্ন হয় তাহলে কি সন্তুষ্টি অনুরূপতার মানদন্ড নাকি সন্তুষ্টিটাই অনুরূপতার সমার্থক? জেমস কি এটা বলবেন যে সন্তুষ্টি হলে বুঝবো যে অনুরূপ হয়েছে, সন্তুষ্টি হল অনুরূপ হয়েছে কিনা তার একটি চিহ্ন বা মানদন্ড? নাকি সন্তুষ্টি অনুরূপতার অর্থকে গড়ে তোলে, সন্তুষ্টি হচ্ছে মানে অনুরূপ হয়েছে অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও অনুরূপতা কি স্বরূপত অভিন্ন? নাকি মানদন্ড ও সমার্থকথার মধ্যে জেমস পার্থক্য করবেন না অর্থাৎ মানদন্ডটাই অনুরূপতার স্বরূপ প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে অনুরূপতার মানদণ্ড ও অনুরূপতার অর্থ ভিন্ন কিছু নয়? আসলে কোন কিছুর মানদণ্ড বলা আর তার স্বরূপ এই দুটি বিষয় আলাদা বলে সাধারণত মনে করা হয়। কিন্তু জেমস কি এই দুটোকে আলাদা বলে মানবেন নাকি এদের মধ্যে পার্থক্য নেই বলে দাবী করবেন?

যদি জেমস বলেন যে সন্তুষ্টি হলো অনুরূপতার একটি চিহ্ন বা মানদণ্ড তাহলে আমরা একটি মানদণ্ড পেলাম যে মানদণ্ড থেকে আমরা অনুমান করতে পারব যে ধারণা বা বিশ্বাসটি সত্তার সাথে অনুরূপ হয়েছে। কোন একটা বিশ্বাস বা ধারণা যদি সত্তার দিকে নিয়ে যায় এবং নিয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ যদি আমাদের মধ্যে সন্তুষ্টি উৎপন্ন হয় তাহলে সেই সন্তুষ্টি দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের বিশ্বাস বা ধারণটি সত্য হয়েছে। কাজেই সন্তোষজনক হওয়া হলো অনুরূপতার মানদণ্ড। কিন্তু এখানে সন্তুষ্টি দিয়ে অনুরূপতাকে আমরা সত্যি কি ব্যাখ্যা করে দিতে পারলাম সেই প্রশ্ন উঠবে কেননা আমরা জানি কোন একটা বিশ্বাস সন্তোষজনক হলেও মিথ্যে হতে পারে অর্থাৎ সন্তুষ্টি আছে কিন্তু সত্যতা নেই এটা সহজেই দেখানো যায়। যেমন - আমি বিশ্বাস করি যে মুদ্রাটি আমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম সেটা সোনার এবং সেটা ফলস্বরূপ আমার মধ্যে সন্তুষ্টি তৈরি করলো সেই সন্তুষ্টি থেকে আমি বলতে পারিনা যে আমার বিশ্বাস টি সত্য অর্থাৎ আমার রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মুদ্রাটি সত্যি সোনার একটা উদাহরণ দেওয়া যায় - কোন উন্মাদ ব্যক্তি নিজেকে দেশের রাজা বলে বিশ্বাস করে সন্তোষ লাভ করতে পারে, তাই বলে এই বিশ্বাস নিশ্চই সত্য নয়। কাজেই একটা বিশ্বাস সন্তোষজনক হলেই যে সেটা সত্য হবে সেটা বলা যায় না। তাহলে সন্তোষজনক হওয়া সত্য হওয়ার মানদণ্ড বলা যায় না। এই কারণে সন্তুষ্টি কে সত্যতার মানদণ্ড বলে স্বীকার করা যায় না।

যদি জেমস বলেন যে সন্তুষ্টি টা সত্যতাকে গঠন করে তাহলে সেক্ষেত্রে ও আপত্তি উঠবে। সন্তুষ্টিটাই যদি সত্যতাকে গঠন করে বা উৎপন্ন করে তাহলে অনেক সময় সত্য বিশ্বাস ও অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে পারে। যেমন - কোন একজন মানুষ বিশ্বাস করে যে তার একটা মারাত্মক অসুখ হয়েছে এবং টেস্ট করে দেখা গেল তার বিশ্বাস টা সত্য কিন্তু এটা তার মধ্যে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করলো। তাহলে যদি বলা হয় বিশ্বাসের সন্তোষজনক হওয়া হল সত্য তাহলে এই অসন্তোষজনক বিশ্বাস কে আর সত্য বলা যাবে না। কাজেই সন্তোষজনক হওয়াটা সত্য কে গঠন করে সেটাও বলা যাবে না। তাছাড়া ভ্রমের ক্ষেত্রেও সন্তুষ্টি উৎপন্ন হতে পারে যেটা আমরা আগেও দেখেছি। তাহলে কোন সন্তুষ্টি সত্যতা দিচ্ছে আর কোন সন্তুষ্টি ভ্রম দিচ্ছে তার পার্থক্য করা যাবে না। কাজেই সন্তোষজনক হওয়া সত্য গঠন করে না। তাহলে কি জেমস তৃতীয় বিকল্প স্বীকার করে বলবেন যে সন্তোষজনক হওয়া সত্যতার মানদণ্ড ও সত্যতার স্বরূপ

উত্তরণেই বোঝায়। জেমস এ একটি প্রবন্ধে জেমস এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন যে সত্য কি আর সত্যতার কিভাবে পৌঁছান যায় একটি নতুন নিবন্ধে করে এই মূর্ত জগতের ক্ষেত্রে "'কী' এবং 'কিভাবে' এই দুটো প্রশ্ন কে আমরা বিমূর্ত ভাবে আলাদা করার চেষ্টা করলেও এই মূর্ত জগতে এদেরকে আলাদা করা যায় না বলে জেমস মনে করেন"। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে রেলস্টেশনে কিভাবে পৌছাব এটা জানতে পারলে এটাও জানা হয়ে যায় যে রেলস্টেশন কী। কাজেই জেমস এর কাছে সন্তোষজনক হওয়া সত্যতার মানদণ্ড ও সত্যতার স্বরূপ উভয়ই।

এখানে উযলি তাঁর গ্রন্থে প্রয়োগবাদের এটা একটা ব্যর্থতা বলে মনে করেন। কিসের মধ্যে একটি বিশ্বাসের সত্যতা নিহিত থাকে অর্থাৎ সত্যতার লক্ষণ কী আর একটি বিশ্বাসের সত্যতাকে কীভাবে আমরা যাচাই করি অর্থাৎ সত্যতার মানদণ্ড কী এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য আছে। উযলি বলেন যে হতে পারে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর একই। যা একটি সত্য বিশ্বাসকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে তা এমন একটা-কিছুও হতে পারে যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাসটিকে সত্য বলে আবিস্কার করি। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে এই প্রশ্ন দুটোর উত্তর সব সময় একই হবে। কিছু ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেলেও এই মতকে উযলি মানেন নি। উযলি মতে এটা একটা প্রাকল্পিক উত্তর কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাহলে তার মাধ্যমেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে যে, কীভাবে বিশ্বাসটিকে সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু এই ধরণের প্রাকল্পিক উত্তর এমন কোন নিশ্চয়তা দেই না যে আমরা সবসময় একটা বিশ্বাসের মধ্যে সত্যতার বৈশিষ্ট্যেক আবিস্কার করতে পারবো এবং সেটা দিয়ে সত্যতার মানদণ্ডকে নির্ধারণ করতে পারবো। কাজেই সত্যতা কী আর সত্যতার মানদণ্ড কী এই দুটোর উত্তর সব সময় এক হয় না এবং প্রশ্ন দুটো তাই ভিন্ন। এছাড়া বুদ্ধিবাদীরা ও জেমস এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেন যে সন্তুষ্টি নয়, বিশ্বাসের সঙ্গে সত্তার আভ্যন্তরীণ সম্পর্কটিই সত্যতাকে তৈরি করে বা গঠন করে। যখন কোনো সত্যতাকে আমরা জানি তখন ফলস্বরূপ সন্তুষ্টি উৎপন্ন হতে পারে, সেই সত্যতা থেকে উৎপন্ন সন্তুষ্টিকে গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু যেকোনো সন্তুষ্টিকে নয়। কাজেই অন্যান্য যে মানসিক সন্তুষ্টি সেগুলি প্রতারণামূলক। প্রয়োগবাদের উচিত সেই সন্তুষ্টিকেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যে সন্তুষ্টি টা সত্যতাকে জানার ফলে উৎপন্ন হয়। সত্যতার সঙ্গে সন্তুষ্টি সহ অবস্থান করতে পারে কিন্তু সন্তুষ্টি সত্যতাকে গঠন করে না। যেটা সত্যতাকে জানতে সাহায্য করে সেটা কোন আবেগ (সন্তুষ্টি) হতে পারে না, সত্যতাকে জানা যায় যুক্তির উপর নির্ভর করে।

বুদ্ধিবাদীরা যে আপত্তি তুলেছিলেন যে সত্যতা থেকে উৎপন্ন সন্তুষ্টিকে প্রাসঙ্গিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে সত্যতার আলোচনা, যেকোন মানসিক সন্তুষ্টি নয়। এর উত্তরে জেমস বলেন যে প্রয়োগবাদ এই ধরণের সন্তুষ্টি কে ব্যাখ্যা করে দিতে পারে। তিনি বলেন কোন বিশ্বাস থেকে যদি সঙ্গতির অনুভূতি হয় তাহলে সেটা সন্তুষ্টিমূলক সত্য। অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কোন বিশ্বাস তত্ত্ব যদি গড়ে ওঠে আর সেটা যদি সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে এটা

উইলিয়াম জেমস, ১৯০৯, পৃষ্ঠা - ২০১, (আমার করা অনুবাদ)
এ ডি উযলি, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা - ১২৯, (আমার করা অনুবাদ)
উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৭, (আমার করা অনুবাদ)
উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৭, (আমার করা অনুবাদ)

থেকেই সন্তুষ্টিমূলক সত্যের অনুভূতি হবে। একটা বিশ্বাস তন্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ বলা মানে তারা একসঙ্গে সত্য হতে পারে। সত্য যদি হয় তাহলে সত্যের জায়গাতে রিয়ালিটি ও বিশ্বাস দুটোরই ভূমিকা আছে। রিয়ালিটি থাকলে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য অভিজ্ঞতা গুলির সঙ্গে সঙ্গতি থাকবে কিন্তু যদি রিয়ালিটি না থাকে তাহলে অন্যান্য অভিজ্ঞতা গুলির সঙ্গে সঙ্গতি আমি খুঁজে পাবো না। কাজেই সঙ্গতির অনুভূতিটা হলে আমরা সন্তোষজনক সত্য পেয়ে যাবো।

জেমস বলেছেন যে সমালোচকগণ জেমসের মানদণ্ড সংক্রান্ত ধারণাকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে না পারার ফলে এই ধরণের আপত্তি তুলছেন। সমালোচকদের এই অক্ষমতার ক্ষেত্রে জেমসের লেখা কিছুটা দায়ী কেননা এই ধারণাগুলি সম্পর্কে তাঁর লেখার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, সেই ধারণা গুলোকে যদি স্পষ্ট করা যায় তাহলে সমালোচকদের যে আপত্তি তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সমালোচকদের সঙ্গে জেমস একমত যে, কোন ধারণা বা বিশ্বাস বাস্তবতায় না নিয়ে গেলে সন্তুষ্টি থাকলেও সত্য হবে না। ধারণা গুলি আয়নার মত যারা বস্তুকে প্রতিফলিত করে কিন্তু যদি ধারণা গুলি কোন বস্তুকে প্রতিফলিত করতে না পারে তাহলে সেটা একটা মানসিক স্তরেই থেকে যাবে, সেটা থেকে সত্যতা পাবো না। আসলে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন সেটা হল সত্যতার ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি হলো অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ সত্যতা থেকে সন্তুষ্টি কে আলাদা করা যায় না।[১০] সন্তোষ জনক হওয়া টা সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে আবশ্যিক হলেও পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োগবাদীগণ সন্তোষজনক কে সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে আবশ্যিক বলছেন, যেটাকে সমালোচকণ পর্যাপ্ত বলে ব্যাখ্যা করছেন। একটি বিশ্বাস এর সত্যততা গঠন করার মতো যদি বাস্তবতা বা সত্তা না থাকে তাহলে সন্তুষ্টি থাকলেও একটি বিশ্বাস কখনো সত্য হবে না। জেমস মনে করেন যে সত্যতা তখনই থাকবে যখন সন্তুষ্টিটা বাস্তবতা থেকে উৎপন্ন হবে। বাস্তবতা জনিত যে সন্তুষ্টি সেটাকে জেমস সত্যতার মানদণ্ড বলেছেন। যারা সত্যতা ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করেন তাঁরা বলেন বাস্তবতাকে জানা মানেই সত্য কে জানা, কাজেই আবার সন্তুষ্টি কে জানতে হবে কেন। এই জন্যই জেমস বলেন যে সমালোচকদের এটা ভ্রান্তি যে সত্যতা ও বাস্তবতা এক। সমালোচক মনে করে বাস্তবতা এলে সত্যতা আসে আর বাস্তবতা চলে গেলে সত্যতা চলে যায়। জেমস এর মতে বাস্তবতা আর সত্যতা অভিন্ন নয়। বাস্তবতাকে সত্য বলা যায়না বাস্তবতা মানে যা আছে বাস্তবতা সম্পর্কে বিশ্বাস সত্য হয় সত্যতা বাস্তবতার কোনো বৈশিষ্ট্য নয় বা বাস্তবতাকে সত্য বলা যায়না। কিন্তু পূর্বপক্ষী ভাবছেন যে যা সত্যতাই বাস্তব আর যা বাস্তব তাই সত্য, ফলে সত্য সম্পর্কে বলা মানে বাস্তবতা সম্পর্কে বলা আর বাস্তবতা সম্পর্কে বলা মানে সত্যতা সম্পর্কে বলা। সত্যতা ও বাস্তবতা যে আলাদা সেটা এভাবেও দেখানো যায় যে সত্যতা জানার মানদণ্ড আর বাস্তবতাকে জানার মানদণ্ড এক নয়। সন্তুষ্টি টা সত্যতা কে জানার মানদণ্ড হলেও বাস্তবতা কে জানার মানদণ্ড নয়।

জেমস এর বিরুদ্ধে যে দুটি আপত্তি উঠছিল যে সন্তোষজনক হওয়াটা সত্যতার মানদণ্ড বললে ব্যাক্তি সাপেক্ষতাবাদ হয়ে যাবে এবং সন্তুষ্টি আছে কিন্তু সত্যতা নেই এমন দেখানো যায় এই দুটি আপত্তির উত্তর জেমসের পক্ষ থেকে দেওয়া যায়। যে কোন সন্তুষ্টি নয়, বাস্তবতা জনিত সন্তুষ্টি সত্যতার মানদণ্ড হলে সেখানে ব্যাক্তি সাপেক্ষতাবাদ আছে সেটা বলা যায় না কেননা এখানে সন্তুষ্টিটা বাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যে বাস্তবতার বস্তুগত সত্তা আছে। সত্তা কে হবে সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার যেমন অবদান আছে তেমনি বাইরের বস্তুর ও অবদান আছে বলে জেমস মনে করেন।

[১০] উইলিয়াম জেমস, ১৯০৮, পৃষ্ঠা - ৮, (আমার করা অনুবাদ)

কাজেই সন্তুষ্টি যেটা উৎপন্ন হবে সেটা আমার অবদানের জন্য শুধু হচ্ছে সেটা নয়, বাইরের বস্তুটার ও অবদান থাকে সন্তুষ্টি উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে। কাজেই বাইরের বস্তুটা যদি না থাকে তাহলে সন্তুষ্টি থাকলেও সত্যতা থাকবে না। বাইরের বস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করলে আর ব্যাক্তি সাপেক্ষতাবাদের আপত্তি উঠবে না। আবার সন্তুষ্টি আছে কিন্তু সত্যতা নেই সেটাও বলা যাবে না যেহেতু বাস্তবতা থেকে উৎপন্ন সন্তুষ্টিই সত্যতাকে উৎপন্ন করে। বাস্তবতা থেকে সন্তুষ্টি উৎপন্ন হলে সত্যতা নেই সেটা বলা যাবে না।

জেমসের এই উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায় চিজম তাঁর থিওরি অফ নলেজ নামক গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে জেমসের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছিলেন তার একটা অংশের উত্তর উপরিউক্ত অলোচনার মাধ্যমে পাওয়া গেল। চিজম বলেছিলেন যে ''মানুষের মধ্যে যে অন্যান্য বিশ্বাস তার উপর ভিত্তি করেই কোন একটা বিশ্বাস সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত হয় বা অসন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত হয়। এই বিশ্বাস তন্ত্রের সঙ্গে কোন একটা সত্য বিশ্বাস যুক্ত হয়ে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে পারে আবার কোন একটা মিথ্যা বিশ্বাস যুক্ত হয়েও সন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে পারে''।[১১] এই যে কোন একটা মিথ্যা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সন্তুষ্টি উৎপন্ন হল তার উত্তর জেমস দিয়ে দিলেন কারণ জেমস বলবেন মিথ্যা বিশ্বাস সন্তুষ্টি উৎপন্ন করলেও সেটা সত্য হবে না সন্তুষ্টি উৎপন্ন হতে গেলে বাস্তবতাও থাকতে হবে। শুধুমাত্র বিশ্বাসতন্ত্র থেকে কোন একটা বিশ্বাস যুক্ত হয়ে সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করে সেটা জেমস স্বীকার করবেন না। তিনি বাস্তবতাকেও স্বীকার করবেন। চিজম প্রথম অংশে আপত্তি তুলেছেন যে বিশ্বাসতন্ত্রের সঙ্গে কোন একটা সত্য বিশ্বাস যুক্ত হয়ে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু তিনি যে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সেটা আমার কাছে স্পষ্ট নয় কারণ সেই উদাহারণটি জেমসের বক্তব্য এর সাতে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন ভারতে বাঘ আছে এই বিশ্বাসটি সত্য হলেও কারো এটা অসন্তুষ্টি উৎপন্ন করতে পারে কারণ লোকটি বাঘের সম্মুখীন হওয়ার পরও যদি ভুলবশত তাকে সিংহ বলে মনে করে। এক্ষেত্রে তাহলে অসন্তুষ্টিটা ভ্রম থেকে উৎপন্ন হয়েছে কেননা লোকটি ভুল করে বাঘ কে সিংহ হিসাবে দেখেছে কিন্তু জেমস বলবেন বাস্তবতা ছাড়া যদি অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হয় তাহলে সেটাকে মিথ্যা বলা হবে।

(৪)

জেমস এর পক্ষ থেকে এই ভাবে আপত্তির উত্তর দেওয়া গেলেও অন্য আপত্তি জেমস এর বিরুদ্ধে ওঠে সেটা হল সত্য বিশ্বাস হলেই যে সব সময় সন্তোষ উৎপন্ন হবে সেটা নাও হতে পারে অর্থাৎ সন্তুষ্টি কে সত্যতার মানদণ্ড বলে গণ্য করা যাচ্ছে না কেননা এমন একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্ছে যেখানে সন্তুষ্টি নেই অথচ সত্যতা আছে। সন্তুষ্টি নেই অথচ বাস্তবতা জনিত অসন্তোষ আছে। যেমন আমরা আগেই উদাহরণ (রোগীর অসুখ হয়েছে সেটা সত্য কিন্তু সেই বাস্তবতা থেকে রোগীর অসন্তোষ উৎপন্ন হয়েছে) দিয়ে দেখিয়েছি যে বাস্তবতা থেকে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হয়েছে অথচ বিশ্বাসটা সত্য ছিল। কাজেই এটা বলা যাবে না যে বাস্তবতা থেকে সবসময় সন্তোষ উৎপন্ন হবে। কাজেই যে ক্ষেত্রে বাস্তবতা থেকে অসন্তোষ উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে সেই বিশ্বাস বা ধারণা সত্য হলেও মিথ্যা বলতে হবে। যে ক্ষেত্রে বাস্তবতা থেকে সন্তুষ্টি উৎপন্ন না হয়ে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তাহলে সত্যতা কিসের উপর ভিত্তি করে উৎপন্ন হবে? এই আপত্তি জেমসের বিরুদ্ধে থেকেই যায়।

[১১] আর এম চিজম, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ১১১, (আমার করা অনুবাদ)

তথ্যসূত্র

১) চিজম, আর এম, ১৯৬৬, *থিওরি অফ নলেজ*, প্রেন্টীস - হোল ইন্টারন্যাশনাল এডিশন, নিউ জার্সি, পৃষ্ঠাঃ ১১০-১১১।

২) জেমস, উইলিয়াম, ১৯০৮, '*দ্য প্র্যাগমাটিস্ট আকাউন্ট অফ ট্রুথ এন্ড ইটস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডারস*', দ ফিলসফিকাল রিভিউ, ভলুম ১৭, নম্বর ১, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠাঃ ০৫-০৯।

৩) জেমস, উইলিয়াম, ১৯০৯ *দ্য মিনিং অফট্রুথ এ সিকুয়েলটু প্র্যাগমাটিসম*, লংম্যান গ্রীন এন্ড কো, লন্ডন।

৪) জেমস, উইলিয়াম, ১৯২১ (১৯০৭), *প্র্যাগমাটিমস এ নিউ নেম ফর সাম ওল্ড অয়েস অফ থিংকিং*, লংম্যান গ্রীন এন্ড কো, নিউইয়ার্ক।

৫) উযালি, এ ডি, ১৯৪৯, *থিওরি অফ নলেজ অ্যান ইন্ট্রডাকসন*, হাচিনসন এন্ড কো লিমিটেড, লন্ডন, পৃষ্ঠাঃ ১৩৭-১৪২।